অতি জরুরি
বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০৬.০০১.১৮-১৪২

তারিখ: ৩০ বৈশাখ, ১৪২৫ / ১৩ মে, ২০১৮

বিষয় : গত ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু -এঁর সভাপতিত্বে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ২২ এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির উপর আরএডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

Rasel ১৩/৫/১৮
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ. আ.-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃ. আ. মহাপরিচালক, কৃষি)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। যুগ্ম প্রধান/ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।**
২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২২ এপ্রিল/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৫-০৪-২০১৮ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২২ এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা 'পরিশিষ্ট ক' -তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১০৪টি (২টি কারিগরি সহায়তা ও ৪টি সমীক্ষা) প্রকল্পের অনুকূলে ৪৭৫৫.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৩৮০৬.৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৪৮.৯৪ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৭ হতে ২২ এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ২৭৮৩.১২ কোটি (জিওবি ২৩০৬.৯৭ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৪৭৬.১৫ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৮.৫১%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ২০৪০.৭২ কোটি (জিওবি ১৭০০.২২ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩৪০.৫০ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪২.৯০%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৫৫.৭২% এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৭৫.০০%, ১৫.০০% এবং ৬৫.১৮%। সভায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সমাপ্য প্রকল্প সমূহের উপর আলোচনা করা হয় ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সময়সীমা)
১.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ে পূর্ত কাজের মূল সময় ডিসেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত। কিন্তু সম্প্রতি সিমেন্টের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজ বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থা হতে উত্তরণ করা সম্ভব না হলে তা মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলবে। সভাপতি, এক্ষেত্রে সকল স্টেকহোল্ডার, যেমন: পাউবো, এলজিইডি, সওজ, গণপূর্ত অধিদপ্তর ইত্যাদির অংশগ্রহণে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন। তিনি সে লক্ষ্যে একটি সভা আয়োজনের নির্দেশ প্রদান করেন।	সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কাজ যাতে ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (যেমন: পাউবো, এলজিইডি, সওজ, গণপূর্ত অধিদপ্তর ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি বাজার দর বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করবে। কমিটি গঠন ও এ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (যথাশীঘ্র)
২.	'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি ১১২৫.৫৯৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু এপ্রিল/২০১৮ পর্যন্ত ৮ বছরে এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ২৬%।	'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতাসহ চিহ্নিতকরণসহ বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (অনতিবিলম্বে)

	প্রকল্পটি প্রায় sick প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও, নানা জটিলতায় প্রকল্পের অগ্রগতি আনয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি বলেন, সকল জটিলতার কারণে প্রকল্পের অগ্রগতিতে আনয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করা প্রয়োজন। সভাপতি এ সংক্রান্ত একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন।		
৩.	যুগ্ম প্রধান বলেন, বর্তমানে অর্থবছরের ১০ম মাস চলছে। কিন্তু এখনও প্রায় ৬৩টি প্রকল্পের ৩য় কিস্তি অর্থছাড়ের প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে বিলম্বে দাখিলের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এই ৬৩টির মধ্যে যে সকল প্রকল্পের কাজ চলমান ও অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণে কোনো বাধা নেই ঐ প্রকল্পসমূহের অর্থছাড়ের প্রস্তাব অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা প্রয়োজন। সভাপতি আগামী ৬ মে/২০১৮ তারিখের মধ্যে এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	যে সকল প্রকল্প চলমান এবং প্রকল্পের অনুকূলে অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণে কোনো জটিলতা নেই সে সকল প্রকল্পের অনুকূলে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালকগণ (সংশ্লিষ্ট) (৬ মে/২০১৮ -এর মধ্যে)
৪.	'ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন (ECRRP) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৮ -তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। এপ্রিল/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ৯৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের পূর্ত কাজসমূহ প্রায় শেষ; ২৭০০মিটার দীর্ঘ একটি বাঁধের শুধু ৯০০ দৈর্ঘ্যের কাজ নির্মাণ বাকি রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতার কারণে এ কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের প্রেক্ষিতে ভূমি অধিগ্রহণের কাজটি ত্বরান্বিত হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত সচিব বলেন, প্রয়োজনে তিনি এ বিষয়ে পুনরায় জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলোচনা করবেন। সভাপতি ইত্যবসরে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।	'ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন (ECRRP) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের সকল পূর্তকাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে জেলার প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (যথাশীঘ্র)
৫.	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে গত ০১/০৭/২০০৪ সাল হতে ৩১/১২/২০১৬ মেয়াদে 'Water Management Improvement Project-WMIP' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে 'Climate Smart Agriculture Water Management Project (CSAWMP)' শীর্ষক একটি ব্রিজিং প্রকল্পের আলোকে প্রণীত WMIP ২য় ফেজের ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পূর্বে বাস্তবায়িত ও বর্তমানে প্রস্তাবিত প্রকল্প ২টির ব্রিজিং প্রজেক্ট হিসেবে ৫.০৫ কোটি ব্যয়ে Climate Smart Agriculture Water Management Project (CSAWMP)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু উক্ত প্রকল্পের output	'Climate Smart Agriculture Water Management Project (CSAWMP)' শীর্ষক ব্রিজিং প্রকল্পের আলোকে প্রণীত ডিপিপিতে ৪০টি উপপ্রকল্পের নকশা কেন চূড়ান্ত করা হয় নাই, ব্রিজিং প্রকল্পের মাধ্যমে কী output পাওয়া গেছে প্রস্তাবিত ডিপিপি বিলম্বে দাখিলের কারণ কী, কারা এর জন্য দায়ী তার দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো ঢাকা।

	হিসেবে যে ডিপিপিটি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। প্রস্তাবিত ডিপিপি-র আওতায় যে ৪৫টি উপপ্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে তার মাত্র ৫টির নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০টি উপপ্রকল্পের নকশা এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। ফলে টিপিকেল ডিজাইন দ্বারা নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, অবশিষ্ট ৪০টি উপপ্রকল্পের নকশা কেন চূড়ান্ত করা হয় নাই; ব্রিজিং প্রকল্পের মাধ্যমে কী output পাওয়া গেছে প্রস্তাবিত ডিপিপি বিলম্ব দাখিলের কারণ কি, কারা এর জন্য দায়ী, তার দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ১৫দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।		
৬.	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCRP) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning System (SHISEWS) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪০.৬৫ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় জুলাই/২০১৭ সালে। জুলাই/১৭ হতে এপ্রিল/২০১৮ পর্যন্ত ৯ (নয়) মাসে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ০.৫৩%। সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়নে কেন বিলম্ব হয়েছে আগামী ০৬ মে ২০১৮ তারিখের মধ্যে তার ব্যাখ্যা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।	'Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCRP) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning System (SHISEWS) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণ প্রকল্প পরিচালক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।	প্রকল্প পরিচালক (৬ মে, ২০১৮ তারিখের মধ্যে)
৭	ADB-র অর্থায়নে 'Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭/০৬/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এপ্রিল/১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০.৫৭%। বর্তমানে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন। সভাপতি ২য় সংশোধিত ডিপিপি দাখিলের পূর্বে তার কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	'Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program' শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি দাখিলের পূর্বে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (যথাশীঘ্র)
৮	এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-র অর্থায়নে 'South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Projce (Phase-2)' শীর্ষক প্রকল্পটি ফরিদপুর, মাগুরা, রাজবাড়ি, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ -এই ৫টি জেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পূর্ত কাজের দরপত্র আহ্বানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ে কার্যাদেশ প্রদান	'South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Projce (Phase-2)' শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভপূর্বক যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Projce (Phase-2) প্রকল্প (যথাশীঘ্র)